৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১৩

Topic:

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

০১ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ

০২ আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

০৩ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

০৪ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ

বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির। বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল।

বাংলাদেশের সরকার তিনটি মৌলিক বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা-

১. **আইন বিভাগ:** সরকারের এই বিভাগের কাজ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা আইন প্রণয়ন করা।

২. **শাসন/নির্বাহী বিভাগ:** সরকারের এই বিভাগ দেশের আইন কার্যকর করে এবং সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন করে।

৩. **বিচার বিভাগ:** অপরাধীকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ শাস্তি প্রদান, সংবিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে।

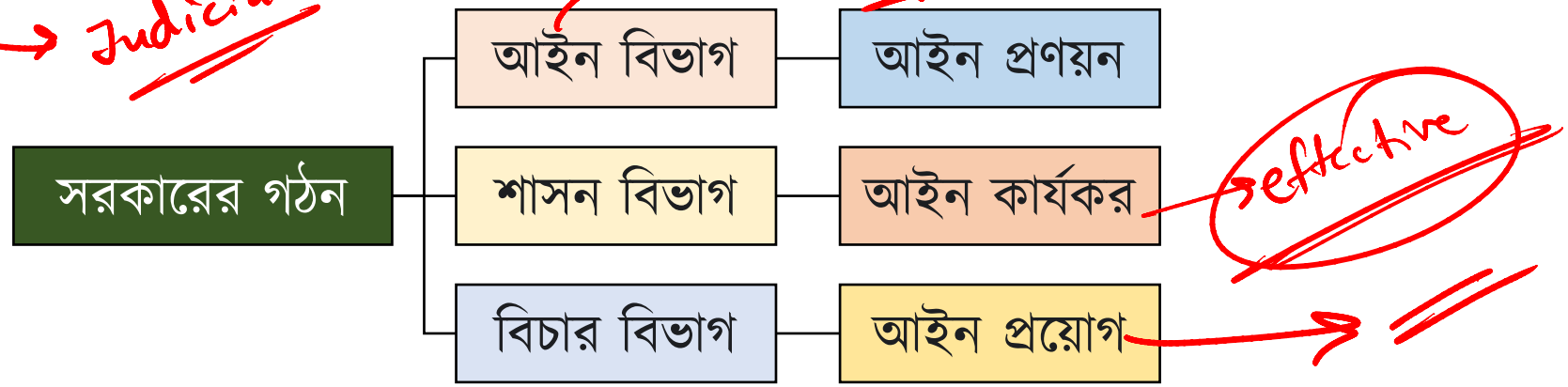

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

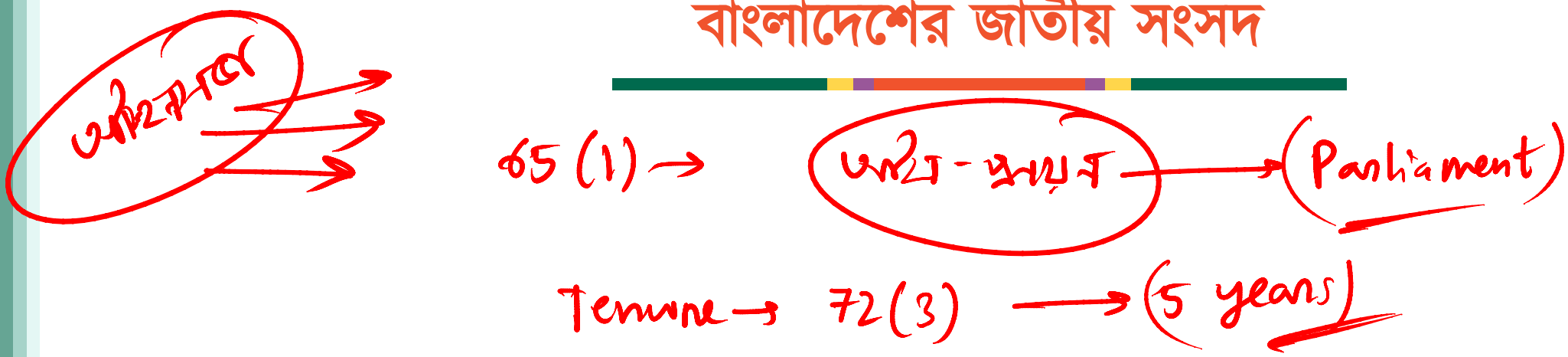

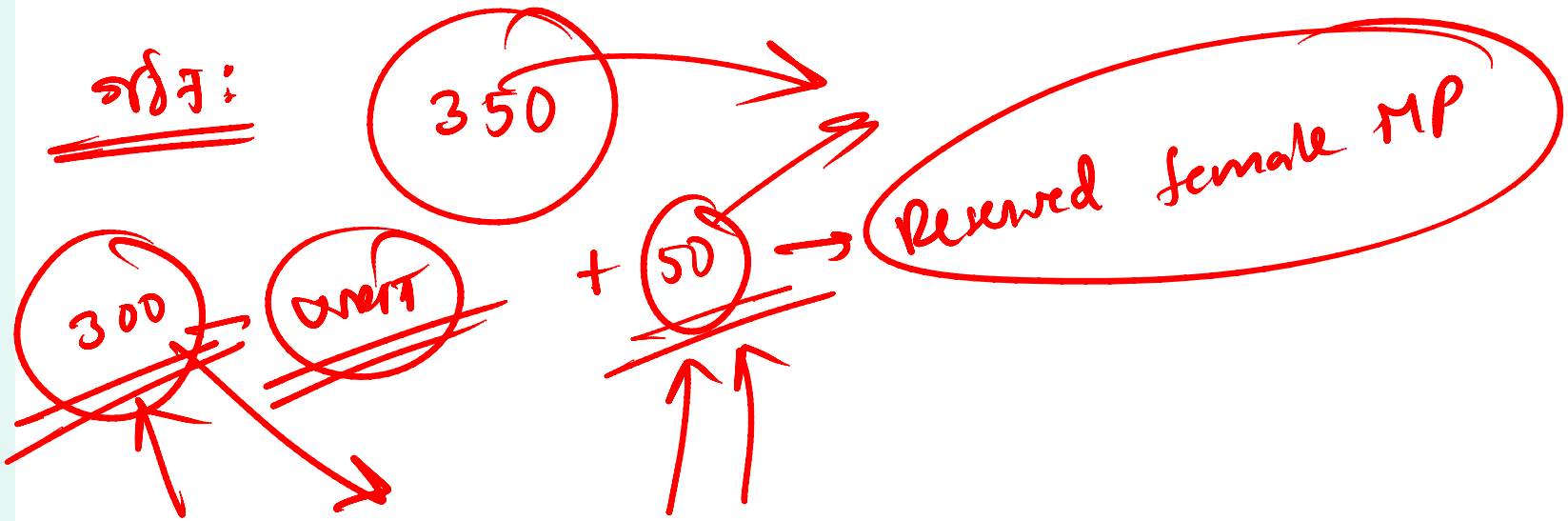

এক নজরে জাতীয় সংসদ ভবন

স্থপতি	প্রফেসর লুই আই কান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
ডিজাইন	হেনরি এন. উইলকটস
ছাদ ও দেয়ালের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার	হ্যারি এম পামবাম
সংসদ এলাকার আয়তন	২১৫ একর
সংসদ ভবনের আয়তন	৩.৪৪ একর
সংসদ ভবনের উচ্চতা	১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি
সংসদের আসন ব্যবস্থা	
সংসদ সদস্যদের জন্য আসন	৩৫৪টি
বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য আসন	৫৬টি
কর্মকর্তাদের জন্য আসন	৪১টি
সাংবাদিকদের জন্য আসন	৮০টি
দর্শকদের জন্য আসন	৪৩০টি
পার্টি কক্ষ ৩টিতে মোট আসন	১৫,৪৪০টি
সর্বমোট আসন সংখ্যা	১৬,৩৬১টি

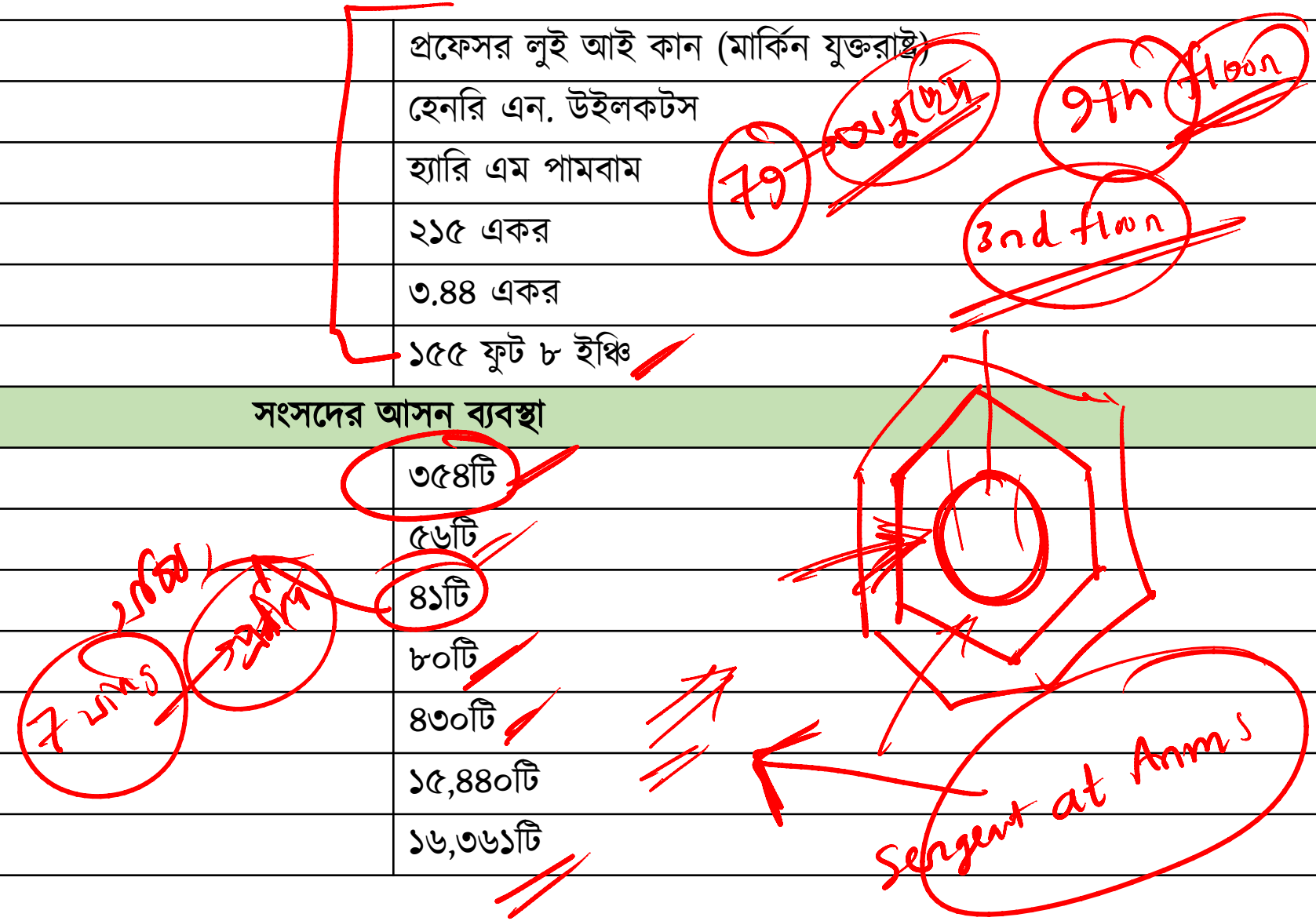

সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

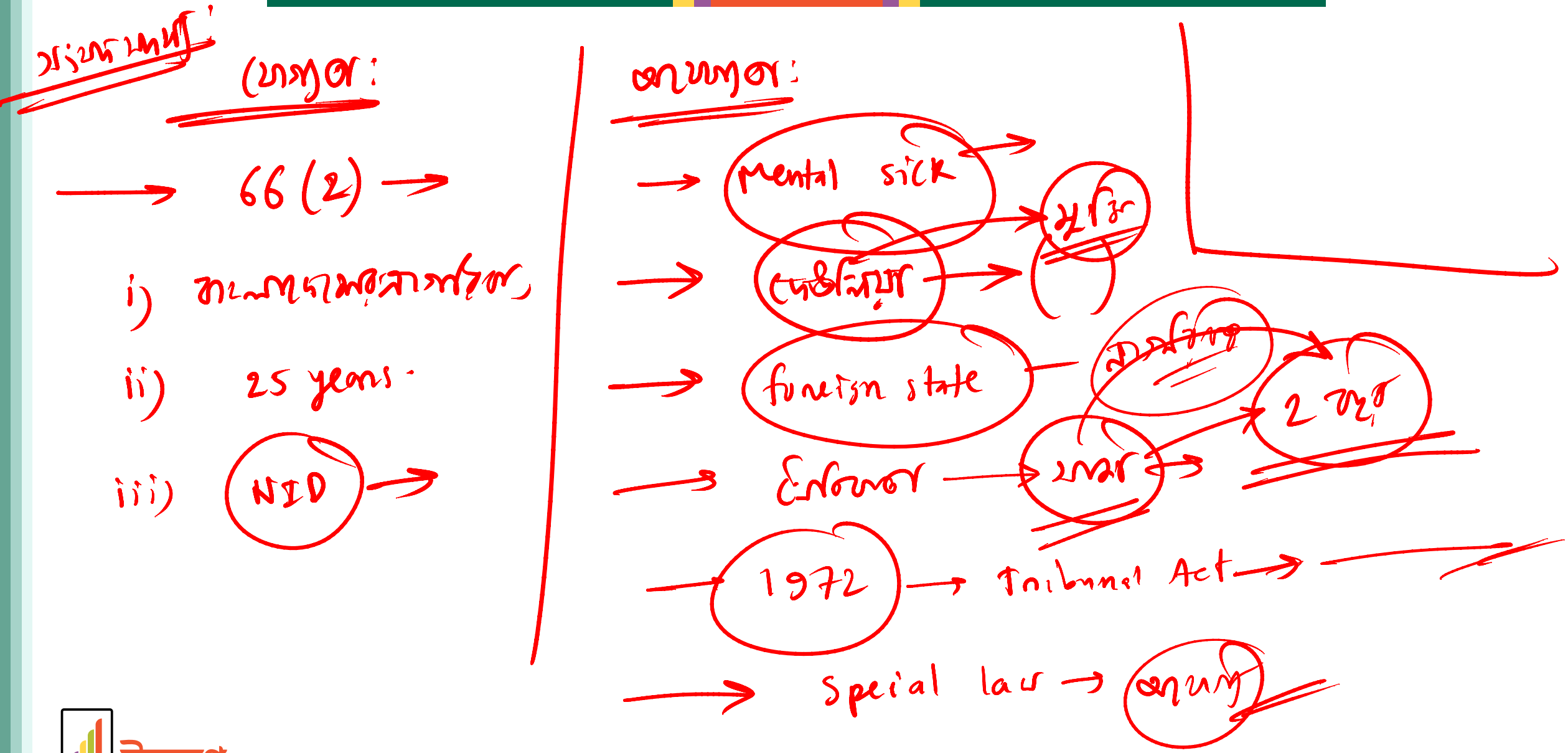

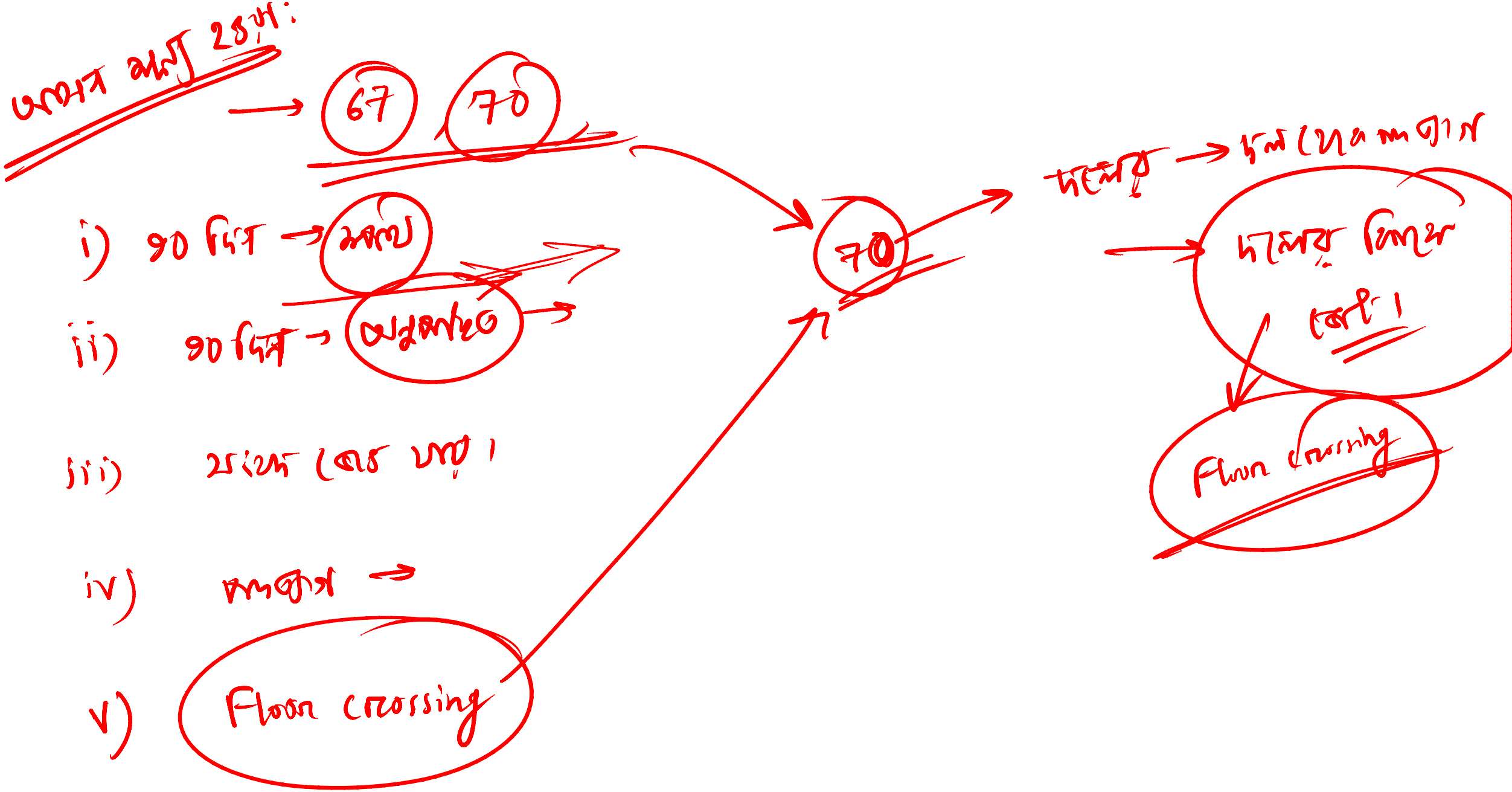
67
70
i)
ii)
iii)
iv)
v)
Floor crossing
70
Floor crossing
Floor crossing

সংসদের কার্যপ্রণালি

কোরাম:

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার:

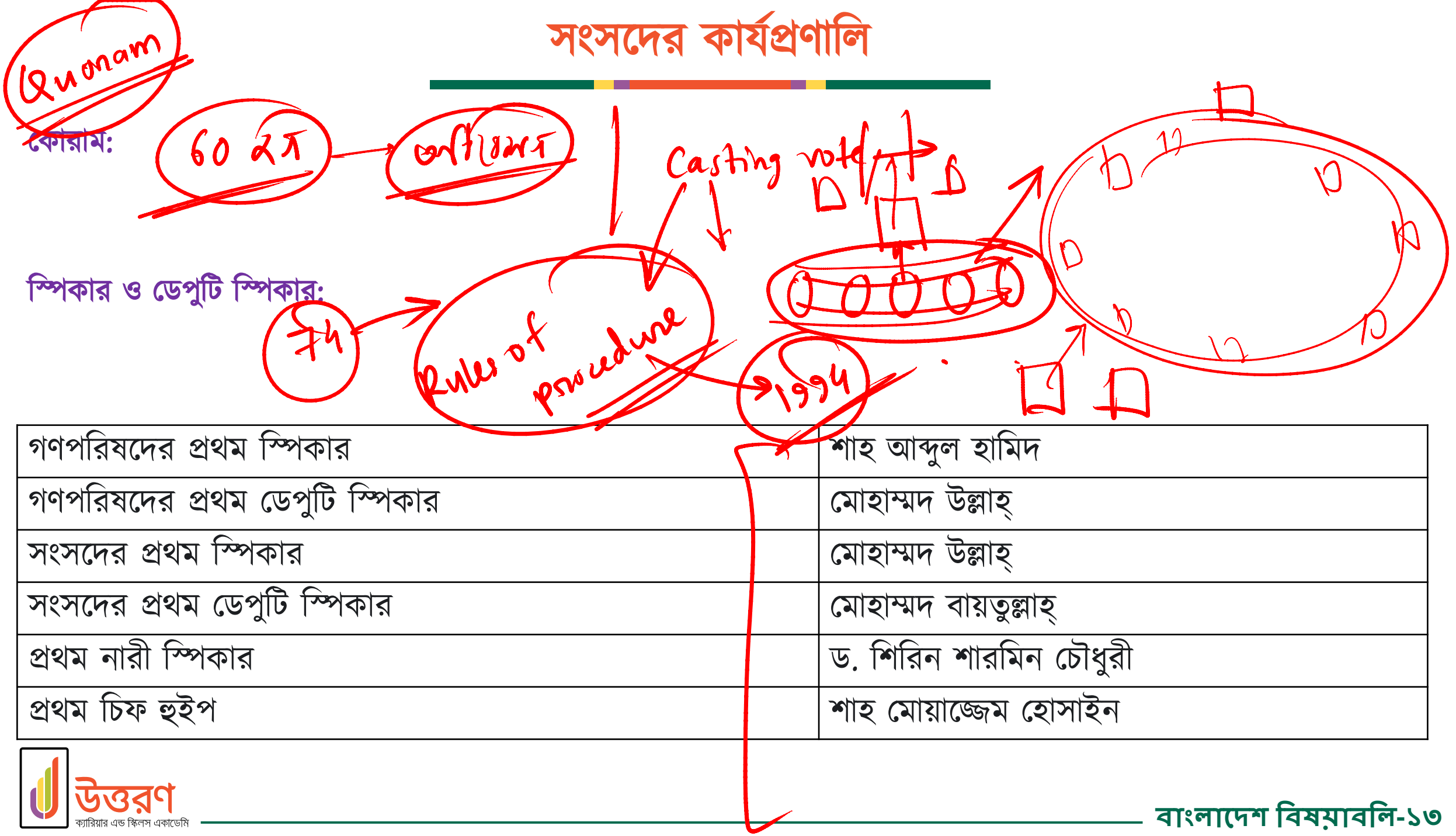

গণপরিষদের প্রথম স্পিকার	শাহ আব্দুল হামিদ
গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ্
সংসদের প্রথম স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ্
সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ্
প্রথম নারী স্পিকার	ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
প্রথম চিফ হুইপ	শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন

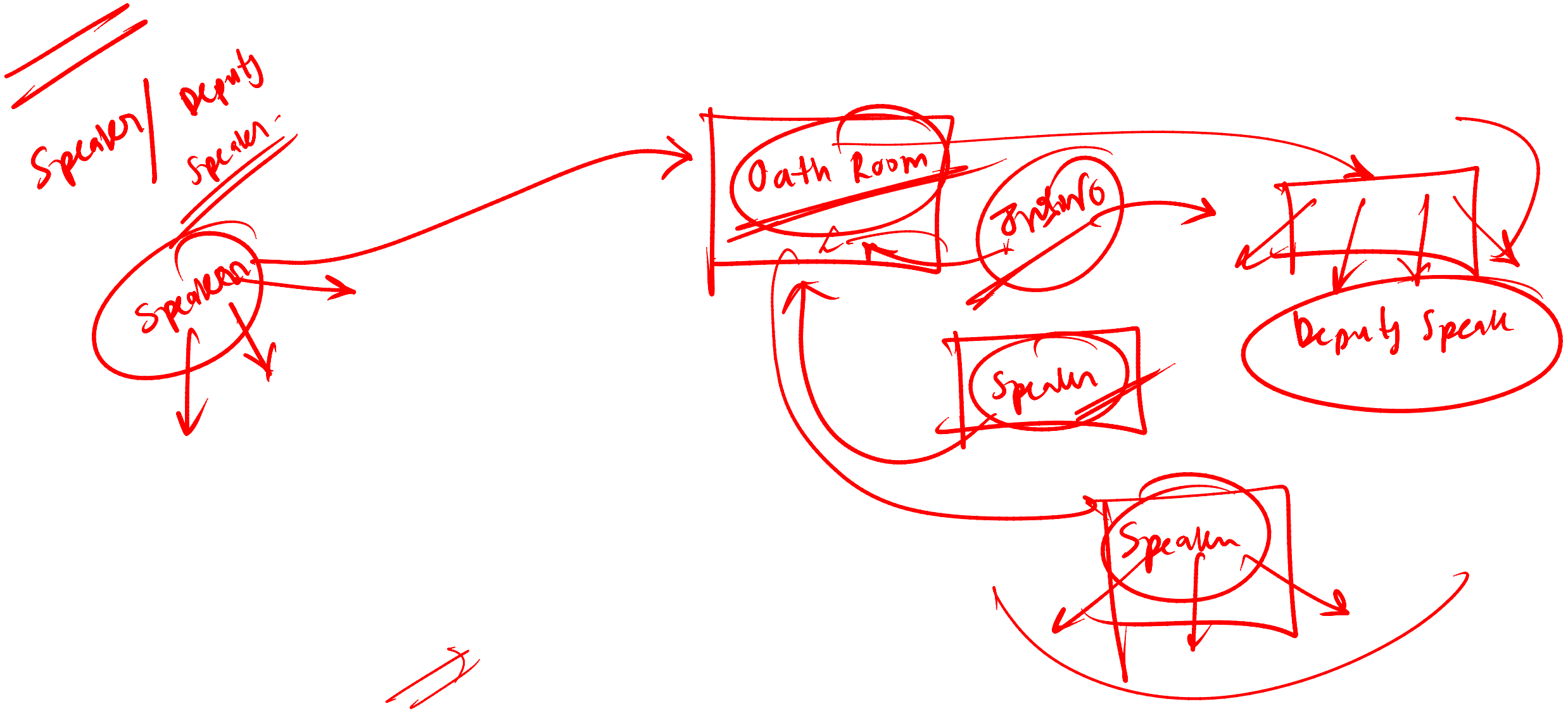

Speaker / Deputy Speaker
Oath Room
Deputy Speak

আইন বিভাগ

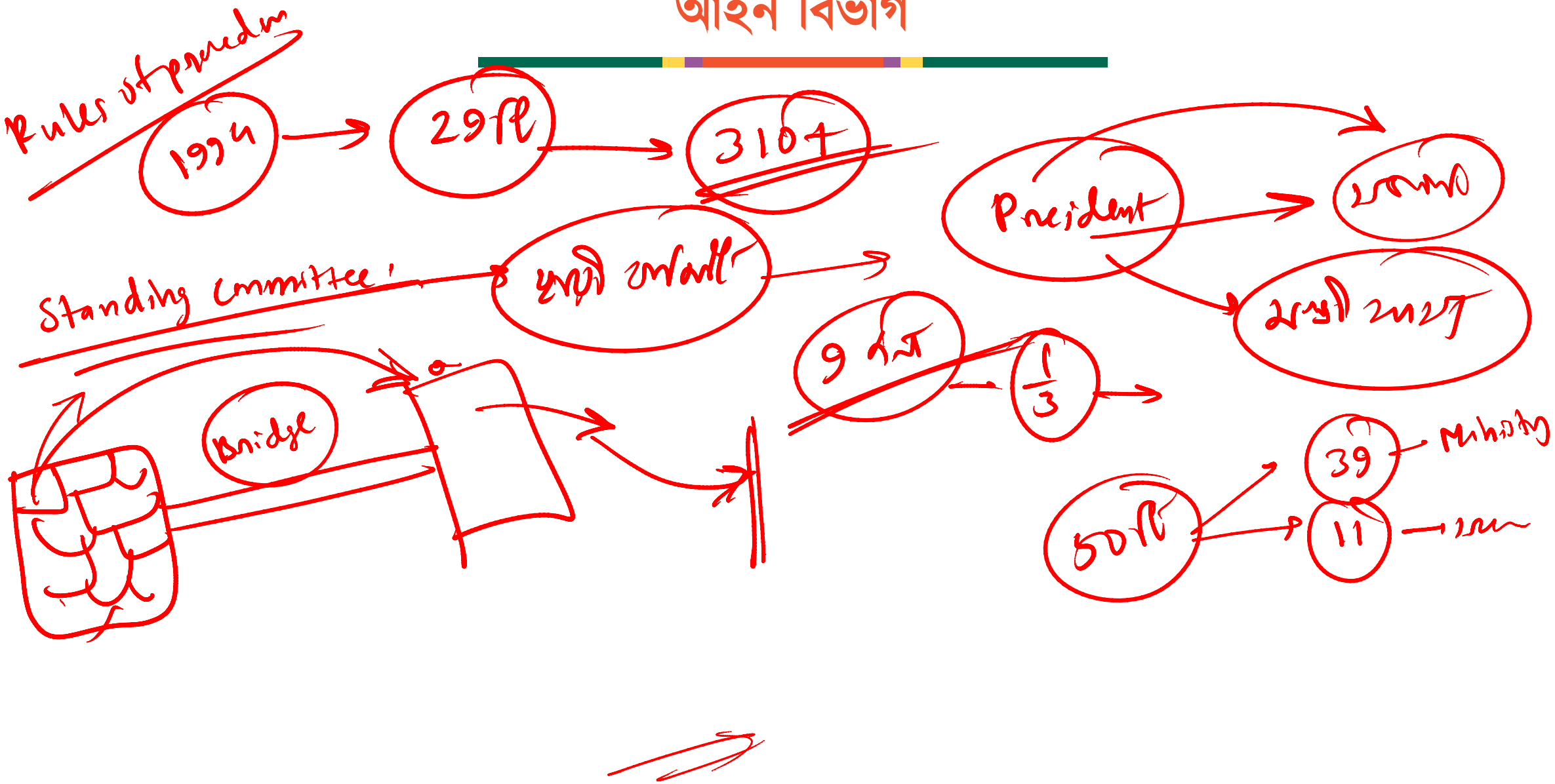

Rules of procedure
1974
Standing committee
Bridge
President
1/3
39
11

অর্থ বিল

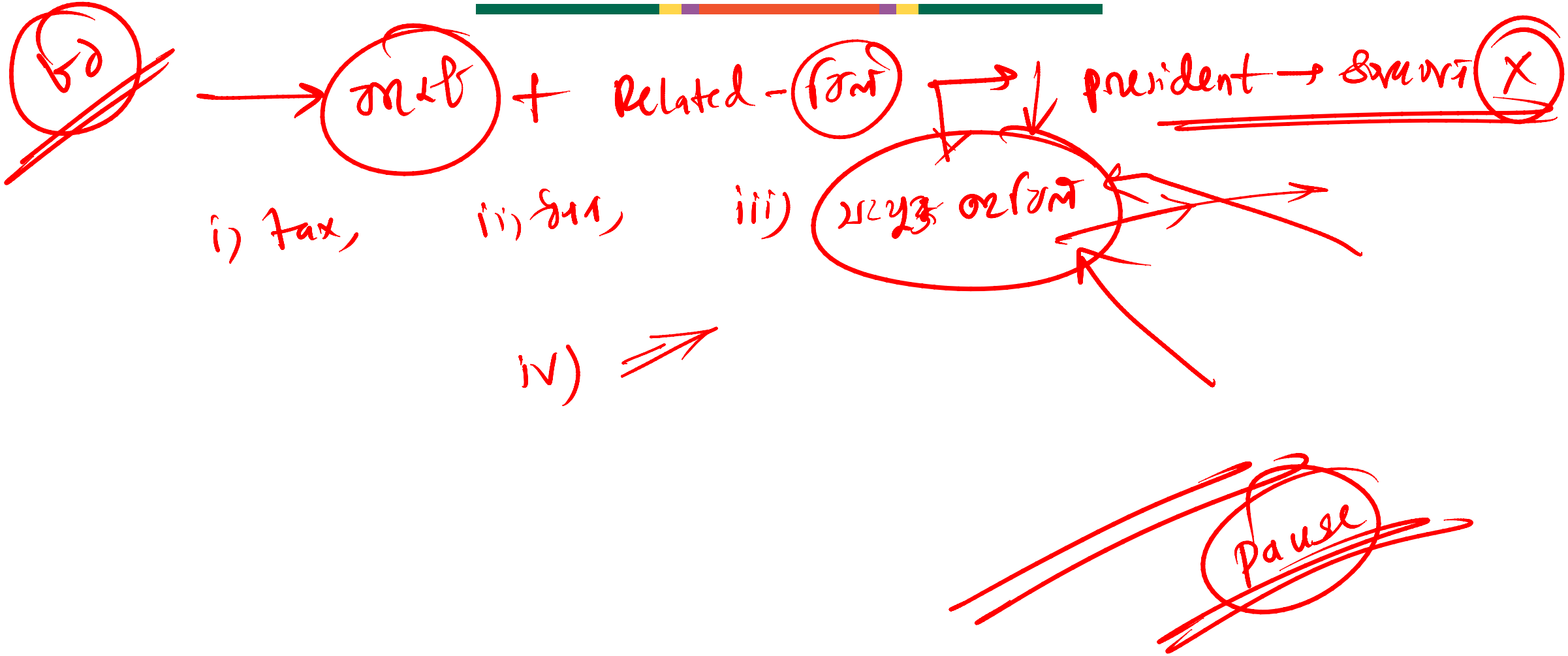

ন্যায়পাল

'ন্যায়পাল' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Ombudsman. এর অর্থ হল প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। ন্যায়পাল অন্যর জন্য কথা বলবেন। ন্যায়পাল বা Ombudsman-এর পদ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় ১৮০৯ সালে, সুইডেনে। এরপর বিশ্বে অন্যান্য দেশেও এ পদ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- ফিনল্যান্ডে ১৯১৯ সালে, ডেনমার্কে ১৯৫৫ সালে, নিউজিল্যান্ডে ১৯৬১ সালে, নরওয়েতে ১৯৬৩ সালে, গ্রেট ব্রিটেনে ১৯৬৭ সালে, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'ন্যায়পাল' পদ সৃষ্টি। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

(১) জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারিবেন।
(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।
(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।'

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানে ন্যায়পাল পদ এর উল্লেখ থাকলেও এখনও 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা হয়নি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিভাগওয়ারি আসন বিন্যাস			
বিভাগ	পূর্ব আসন	বর্তমান আসন	বর্তমান (২০১৩) আসন নম্বর
রংপুর	-	৩৩	১-৩৩
রাজশাহী	৭২	৩৯	৩৪-৭২
খুলনা	৩৭	৩৬	৭৩-১০৮
বরিশাল	২৩	২১	১০৯-১২৯
ঢাকা	৯০	৭০	১৩০-১৩৭, ১৬২-২২৩
সিলেট	১৯	১৯	২২৪-২৪২
চট্টগ্রাম	৫৯	৫৮	২৪৩-৩০০
ময়মনসিংহ	-	২৪	১৩৮-১৬১
মোট	৩০০	৩০০	১-৩০০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকাল			
সংসদ	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	সময়কাল
প্রথম	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয়	১০ জুলাই ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ	১৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম	৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম	১৪ জুলাই ১৯৯৬	১৩ জুলাই ২০০১	৫ বছর
অষ্টম	২৮ অক্টোবর ২০০১	২৭ অক্টোবর ২০০৬	৫ বছর
নবম	২৫ জানুয়ারি ২০০৯	২৪ জানুয়ারি ২০১৪	৫ বছর
দশম	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	২৪ অক্টোবর ২০১৮	৫ বছর

আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

আইন প্রণয়ন

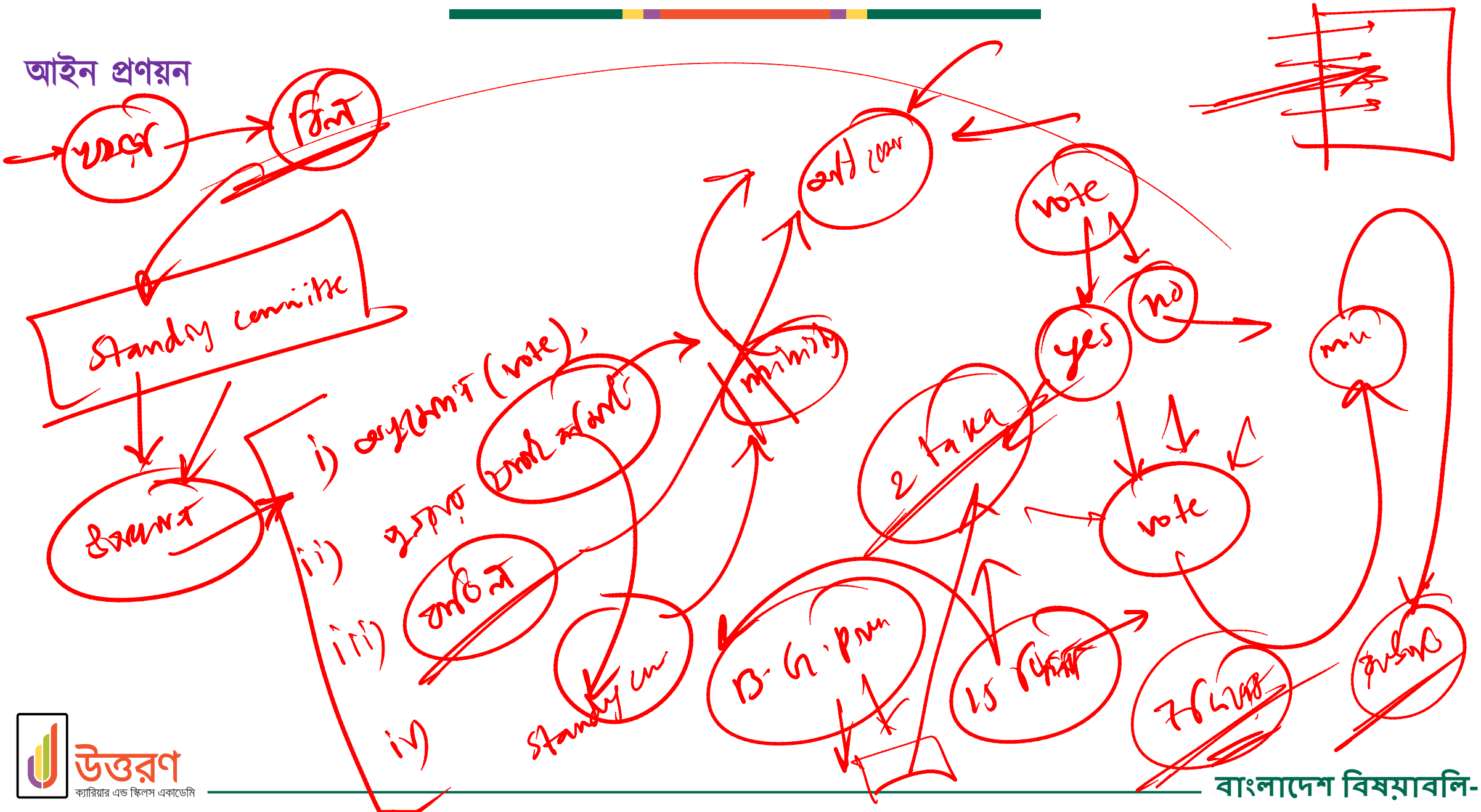

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম-House of the Nation ।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক - শাপলা।
- জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয় ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২।
- ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।
- ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল-- ১৫টি (মোট আসন ৩১৫টি)।
- ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী আসন করা হয়- ৩০টি (মোট আসন ৩৩০টি)।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন ৩০০টি। বর্তমানে সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০টি।
- ৪৫টি সংরক্ষিত আসন করা হয়-- ২০০১ সালে।
- প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।
- সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয় ৩০ দিনের মধ্যে।
- রাষ্ট্রপতি সংসদের প্রথম বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণ করেন।
- সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন - রাষ্ট্রপতি।
- সংসদ অধিবেশনের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে কোন সংসদ সদস্য শপথ না নিলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সংসদে দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতি ৬০ দিনের বেশি থাকতে পারেনা।
- সংবিধানের ৭০তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়।
- সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলোকে বলা হয়- ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ।
- কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাবকে গণ্য করা হয় সরকারি কার্যাবলি হিসেবে।
- আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলা হয়- বিল।
- কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে হয় ৯০ দিনের মধ্যে।
- ৮ম জাতীয় সংসদের নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন - বর্তমান রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সর্বপ্রথম ভাষণ দেন - যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল জোসেফ টিটো (৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪)।
- ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন ১৮ জুন ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা করেন ২ জন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- যাদের সম্মতি ব্যতীরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না-- সংসদ সদস্যদের।
- জাতীয় সংসদের সভাপতি - স্পিকার।
- বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ জবাবদিহি করেন - জাতীয় সংসদের নিকট।
- মন্ত্রিসভার অভিভাবক - জাতীয় সংসদ।
- জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস বৃহস্পতিবার।
- সংসদে ফ্লোর ক্রসিং হলো অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান।
- অধ্যাদেশ হলো রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন।
- সরকারি বিল হলো- মন্ত্রীরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন।
- বেসরকারি বিল হলো সংসদ সদস্যরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন।
- জাতীয় সংসদের ১ নং আসন বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় এবং ৩০০ নং আসনটি বান্দরবান জেলায়।
- মাত্র ১টি সংসদীয় আসন আছে - রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়।
- সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে- ঢাকা জেলায়, ২০টি (পূর্বে ছিল ১৩টি)।
- ঢাকা মহানগরে সংসদীয় আসন সংখ্যা ১৫টি (পূর্বে ছিল ৮টি)।

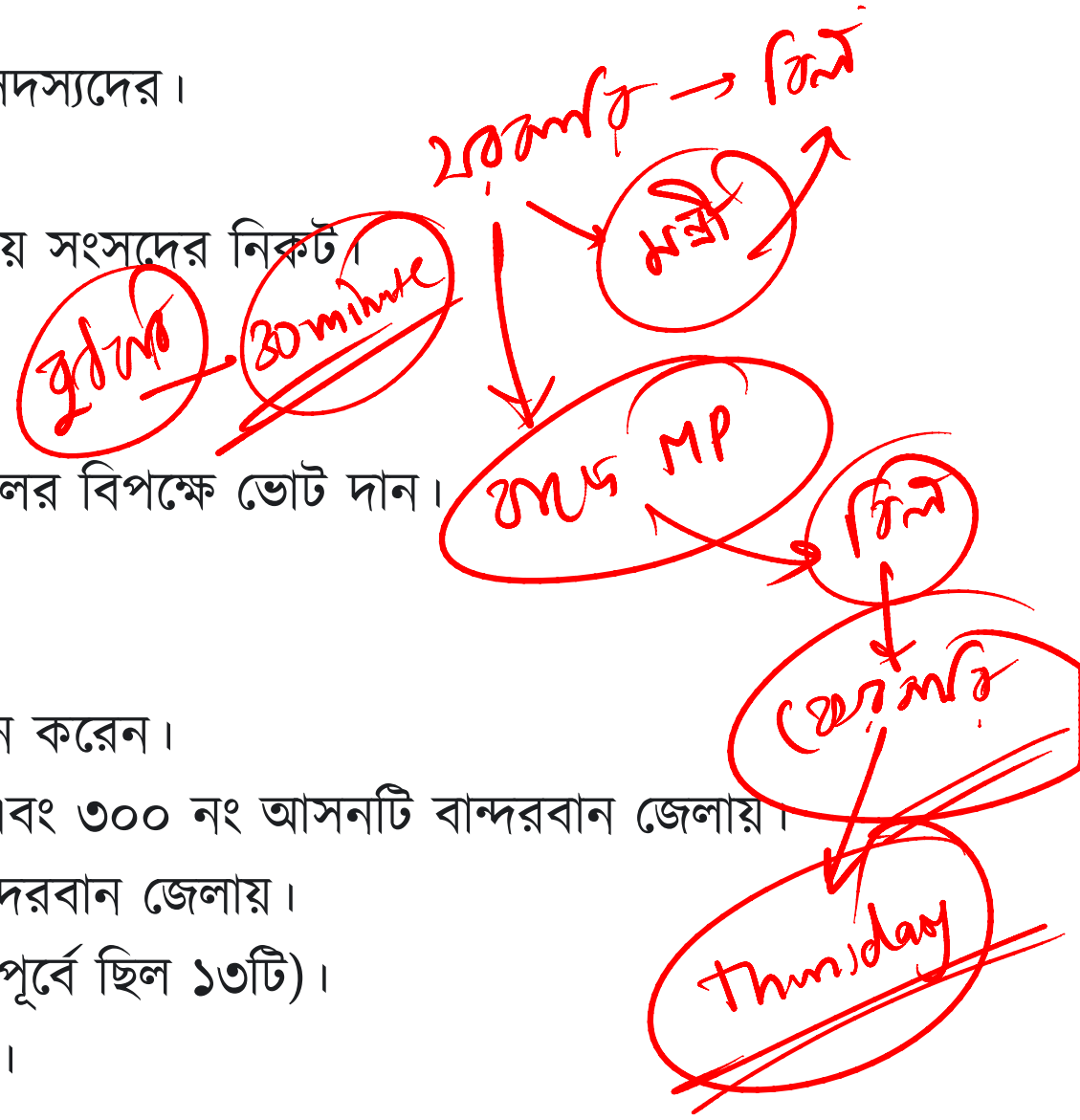

POLL QUESTION-01

➲ জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন কোনটি?

(a) বান্দরবান

(b) রাঙ্গামাটি

(c) খাগড়াছড়ি

(d) চট্টগ্রাম

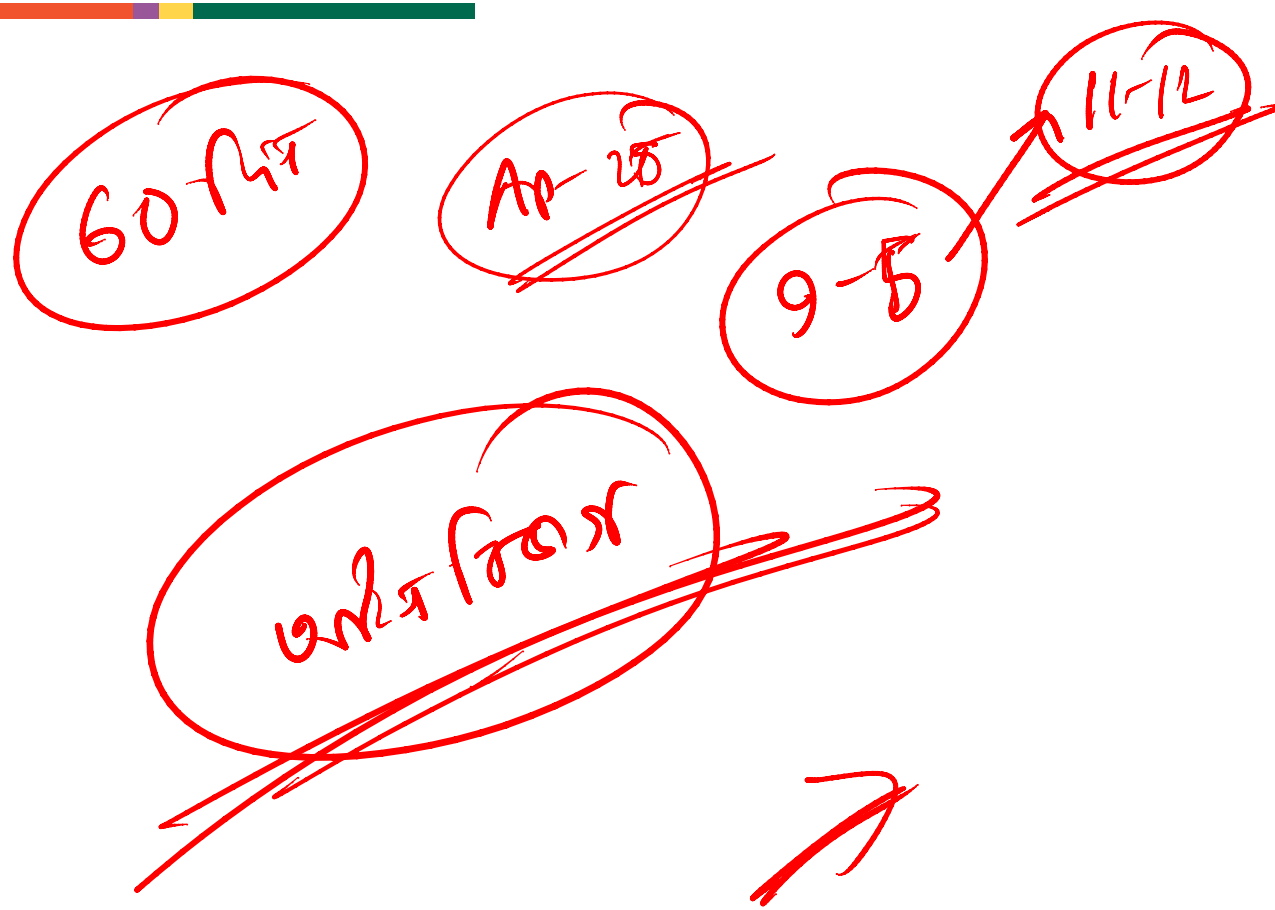

শাসন বিভাগ

বাংলাদেশের শাসন বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন শাসনকার্য এ বিভাগই পরিচালনা করে। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোকে শাসন বিভাগ কার্যকরী করে। সুতরাং শাসন বিভাগ বলতে সাধারণত শাসনসংক্রান্ত বিষয় পরিচালনারত সকল কর্মচারীকে বোঝায়। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়ে জড়িত। ব্যাপক অর্থে, শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় সে সকল কর্মচারী যারা শাসনকার্যে নিযুক্ত আছেন। এই অর্থে গ্রাম্য চৌকিদার থেকে রাষ্ট্রপ্রধানকে শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন বিভাগের অপর নাম নির্বাহী বিভাগ। এটি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। শাসন বিভাগকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ (নির্বাচিত প্রতিনিধি)

খ. শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী)

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা :

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ:

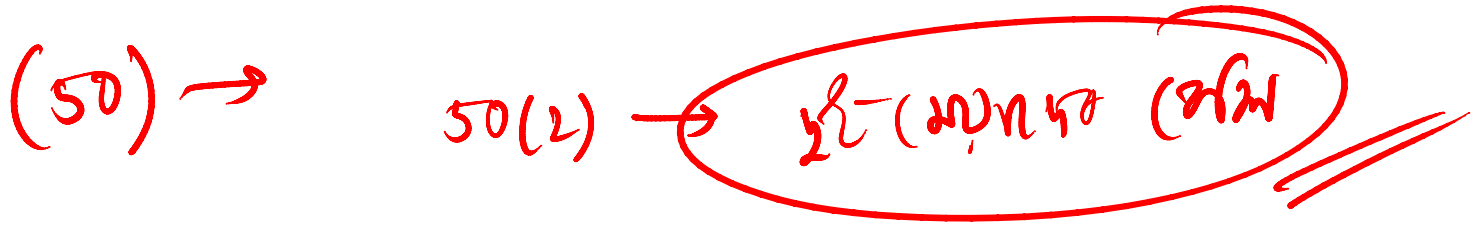

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি:

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন:

রাষ্ট্রপতির পদে স্পিকার:

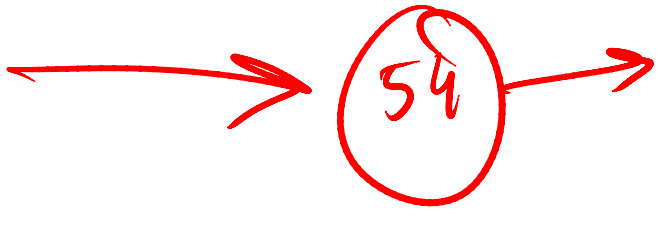

শাসন বিভাগ

পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত সংস্থার প্রধান:

- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
- সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান
- বাংলাদেশ স্কাউটের প্রধান
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান

রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন

- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
- প্রধান বিচারপতি
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর
- এটর্নি জেনারেল
- বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান
- বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণ
- মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
- জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান

শাসন বিভাগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সংসদ অধিবেশনের আহ্বান ও মুলতবী ঘোষণা করেন - রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। অধ্যাদেশ হলো সংসদের অনুপস্থিতে রাষ্ট্রপতি নিজে জারিকৃত বিশেষ আইন।
- প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি – শেখ মুজিবুর রহমান।
- জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি - ৩ জন।

  ১ম- জিয়াউর রহমান,

  ২য়-বিচারপতি আব্দুস সাত্তার,

  ৩য়- হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ
- বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি- এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ (২০ তম)।
- রাষ্ট্রপতিই দেশের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

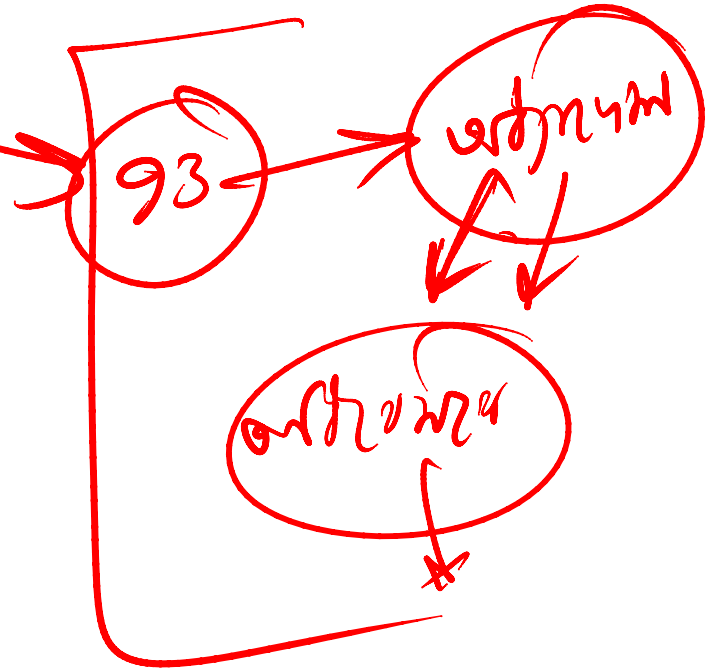

শাসন বিভাগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়- ৩০ দিনের মধ্যে।
- সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ প্রয়োজন হয় না।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন স্পিকারের নিকট।
- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার।
- সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি।
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতির নিকট।
- রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা সম্ভব .শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে। এতে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন।
- রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব - সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে।
- রাষ্ট্রপতির বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নাম- প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (PGR) ও স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF)।
- রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন-৯৫(১) নং অনুচ্ছেদ বলে।

শাসন বিভাগ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ	
নাম	**মেয়াদকাল**
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (অনুপস্থিত ১০.০১.৭২ পর্যন্ত)	১৭.০৪.৭১-১২.০১.৭২
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৭.০৪.৭১-১০.০১.৭২
৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২.০১.৭২-২৪.১২.৭৩
৪. মোহাম্মদ উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত ২৭.০১.৭৪ পর্যন্ত)	২৪.১২.৭৩-২৫.০১.৭৫
৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫.০১.৭৫-১৫.০৮.৭৫
৬. খন্দকার মোশতাক আহমেদ	১৫.০৮.৭৫-০৬.১১.৭৫
৭. বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	০৬.১১.৭৫-২১.০৪.৭৭
৮. লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান	২১.০৪.৭৭-৩০.০৫.৮১
৯. বিচারপতি আবদুস সাত্তার (ভারপ্রাপ্ত ২০.১১.৮১ পর্যন্ত)	৩০.০৫.৮১-২৪.০৩.৮২
১০. লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	২৪.০৩.৮২-২৭.০৩-৮২

শাসন বিভাগ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ	
নাম	**মেয়াদকাল**
১১. বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দিন চৌধুরী	২৭.০৩.৮২-১১.১২.৮৩
১২. লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১১.১২.৮৩-০৬.১২.৯০
১৩. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত)	০৬.১২.৯০-০৯.১০.৯১
১৪. আবদুর রহমান বিশ্বাস	০৯.১০.৯১-০৯.১০.৯৬
১৫. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	০৯.১০.৯৬-১৪.১১.০১
১৬. অধ্যাপক ডা. এ. কিউ, এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪.১১.০১-২১.০৬.০২
১৭. ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার (ভারপ্রাপ্ত)	২১.০৬.০২-০৬.০৯.০২
১৮. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	০৬.০৯.০২-১২.০২.০৯
১৯. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান	১২.০২.০৯-২০.০৩.২০১৩
২০. মোঃ আবদুল হামিদ, এডভোকেট (২০তম) (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন ২৪.০৪,২০১৩ পর্যন্ত)	২০.০৩.২০১৩-বর্তমান
রাষ্ট্রপতিগণ উল্লিখিত সময়কালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (CMLA)-এর ভূমিকা পালন করেন।	

শাসন বিভাগ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ :

পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত সংস্থাগুলোর প্রধান	
ECNEC ও NEC	জাতীয় পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
BEZA ও BEPZA	রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
BIDA	জাতীয় পর্যটন পরিষদ
NICAR	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ

শাসন বিভাগ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- সরকারের নির্বাহী বিভাগের মধ্যমনি - প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিপরিষদের প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন - প্রধানমন্ত্রী ।
- জাতীয় সংসদ নেতা - প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রীকে 'Keystone of the cabinet arch' বলা হয়।
- প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন - রাষ্ট্রপতি (সংবিধানের ৫৬(৩)নং অনুচ্ছেদ বলে).
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমেদ।
- বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী -শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - বেগম খালেদা জিয়া।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী - শেখ হাসিনা। তিনি ৬টি মন্ত্রণালয়ের দ্বায়িত্বে আছেন।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নাম - প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Prime Minister's Office) এর অবস্থান - তেজগাঁও, ঢাকা।
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম - গণভবন (শের-ই-বাংলা নগর)।
- সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ ধারা মতে মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে থাকবেন। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকবেন জাতীয় সংসদের নিকট।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীবৃন্দ	
নাম	মেয়াদকাল
১. তাজউদ্দীন আহমেদ	১০.০৪.১৯৭১-১২.০১.১৯৭২
২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১২.০১.১৯৭২-২৬.০১.১৯৭৫
৩. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	২৬.০১.১৯৭৫-১৫.০৮.১৯৭৫
৪. শাহ আজিজুর রহমান	১৫.০৪.১৯৭৯-২৪.০৩.১৯৮২
৫. আতাউর রহমান খান	৩০.০৩.১৯৮৪-০৯.০৭.১৯৮৫
৬. মিজানুর রহমান চৌধুরী	০৯.০৭.১৯৮৬-২৭.০৩.১৯৮৮
৭. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ	২৭.০৩.১৯৮৮-১২.০৮.১৯৮৯
৮. কাজী জাফর আহমেদ	১২.০৮.১৯৮৯-০৬.১২.১৯৯০
৯. বেগম খালেদা জিয়া	২০.০৩.১৯৯১-৩০.০৩.১৯৯৬
১০. শেখ হাসিনা	২৩.০৬.১৯৯৬-১৫.০৭.২০০১
১১. বেগম খালেদাজিয়া	১০.১০.২০০১-২৯.১০.২০০৬
১২. শেখ হাসিনা	০৬.০১.২০০৯ বর্তমান

শাসন বিভাগ

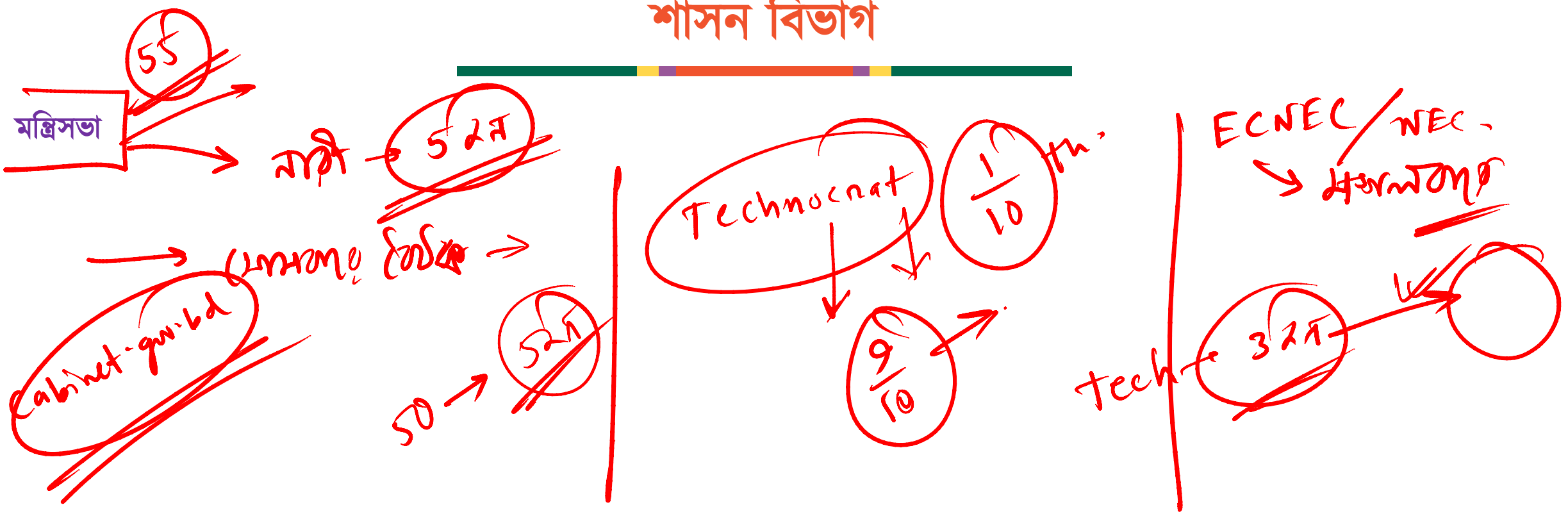

মন্ত্রণালয়: সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং এই নীতিগুলো কার্যকরণ ও সমীক্ষণের বিষয়ে দায়বদ্ধ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিরর্ধারিত প্রশাসনিক ইউনিট হল মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এক বা একাধিক বিভাগ, উইং, শাখা বা সেকশনে বিভক্ত। কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন কোন নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হল মন্ত্রণালয়ের বিভাগ। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান ও মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক সচিব যিনি কাজ করেন মন্ত্রীর অধীনে। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব-যুগ্ম সচিবের। মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো section, এখানে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত ও নিষ্পত্তি হয়। যেমন: অর্থমন্ত্রণালয়ের ৩টি Division আছে। ১. FD - Finance Division. ২. ERD -Economic Relation Division. ৩. IRD - Internal Resource Division

মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ও অধিদপ্তর

সচিবালয় ও মন্ত্রণালয় সম্পর্ক: সচিবালয় ও মন্ত্রণালয় পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সচিবালয় হলো মন্ত্রণালয়গুলোর সমষ্টি। বাংলাদেশের সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র হলো সচিবালয়। অপরদিকে মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের এক একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের কাজই সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশ সচিবালয় প্রথমে যাত্রা শুরু করে ইডেন বিল্ডিং-এ। সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ১. সচিব বা জ্যেষ্ঠ সচিব, ২. অতিরিক্ত সচিব, ৩. যুগ্ম সচিব, ৪. উপ-সচিব ও ৫. সহকারী সচিব।

অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর:

অধিদপ্তরঃ মন্ত্রণালয়ের অধীন এক বা একাধিক ইউনিট যে অফিসের প্রধানের পদবী মহাপরিচালক অর্থাৎ সরকারের যুগ্ম সচিব মর্যাদা সম্পন্ন সে অফিসকে অধিদপ্তর বলে।

পরিদপ্তরঃ অধিদপ্তরের অধীন এক বা একাধিক ইউনিট যে অফিসের প্রধানের পদবি পরিচালক অর্থাৎ সরকারের উপসচিব মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে অফিসকে বলে পরিদপ্তর।

অধিদপ্তর	পরিদপ্তর
মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাশাসনিক ইউনিট	অধিদপ্তরের অধীনে প্রশাসনিক ইউনিট
প্রধান - মহাপরিচালক	প্রধান - পরিচালক।
প্রধানের মর্যাদা - অতিরিক্ত সচিব	প্রধানের মর্যাদা- উপসচিব

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করা হয় ২৮ এপ্রিল ২০১১।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৪১টি (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ)।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ গঠিত মন্ত্রণালয়- রেলপথ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ও অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহ		
মন্ত্রণালয়	**বিভাগ সংখ্যা**	**বিভাগসমূহ**
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২টি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২টি	জন বিভাগ ও আপন বিভাগ।
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	২টি	সড়ক বিভাগ ও সেতু বিভাগ।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	২টি	বিদ্যুৎ বিভাগ; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
অর্থ মন্ত্রণালয়	৪টি	অর্থ বিভাগ; অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি	আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ।
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২টি	স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৩টি	পরিকল্পনা বিভাগ; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২টি	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২টি	জননিরাপত্তা বিভাগ; সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২টি	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

শাসন বিভাগ

উল্লেখযোগ্য কিছু মন্ত্রণালয় ও গঠন	
নাম	গঠন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৯৭২
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৯৮৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৪ আগস্ট, ১৯৯৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫ জুলাই, ১৯৯৮
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৩ অক্টোবর, ২০০১
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২০ ডিসেম্বর, ২০০১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২ জানুয়ারি, ২০০৩
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪ ডিসেম্বর, ২০১১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪ ডিসেম্বর, ২০১১
*ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪) একটি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়।	

যিনি যাকে শপথ পড়ান	
যিনি পড়ান	যাকে পড়ান
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও প্রধান বিচারপতিকে
প্রধানমন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে
স্পিকার	রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যকে
প্রধান বিচারপতি	সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে
এলজিআরডি মন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরকে
বিভাগীয় কমিশনার	পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে
ডিসি	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যানকে
ইউএনও	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যকে

POLL QUESTION-02

➲ বর্তমান আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নবগঠিত র‍্যাব এর পূর্ব নাম কি?

(a) সিআইডি

(b) র‍্যাট

(c) নিব

(d) কোনটিই নয়

POLL QUESTION-03

➲ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় করেন কে?

(a) সচিব

(b) চিফ হুইপ

(c) সংসদ উপনেতা

(d) প্রধানমন্ত্রী

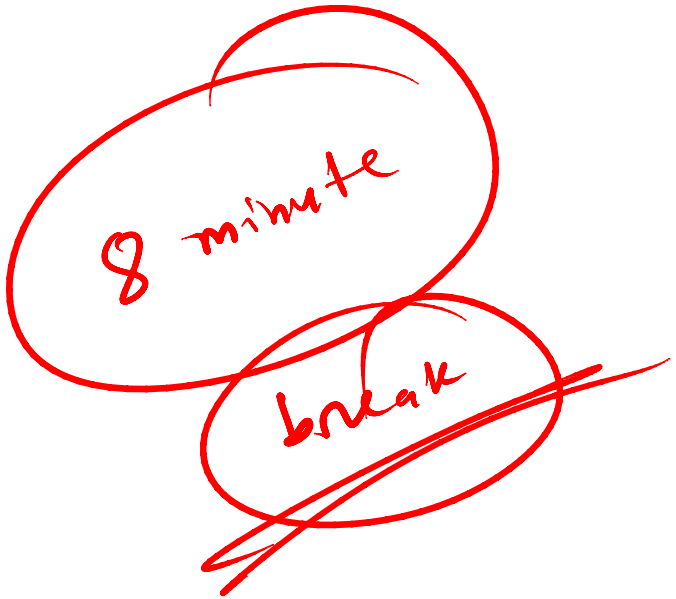

বিচার বিভাগ

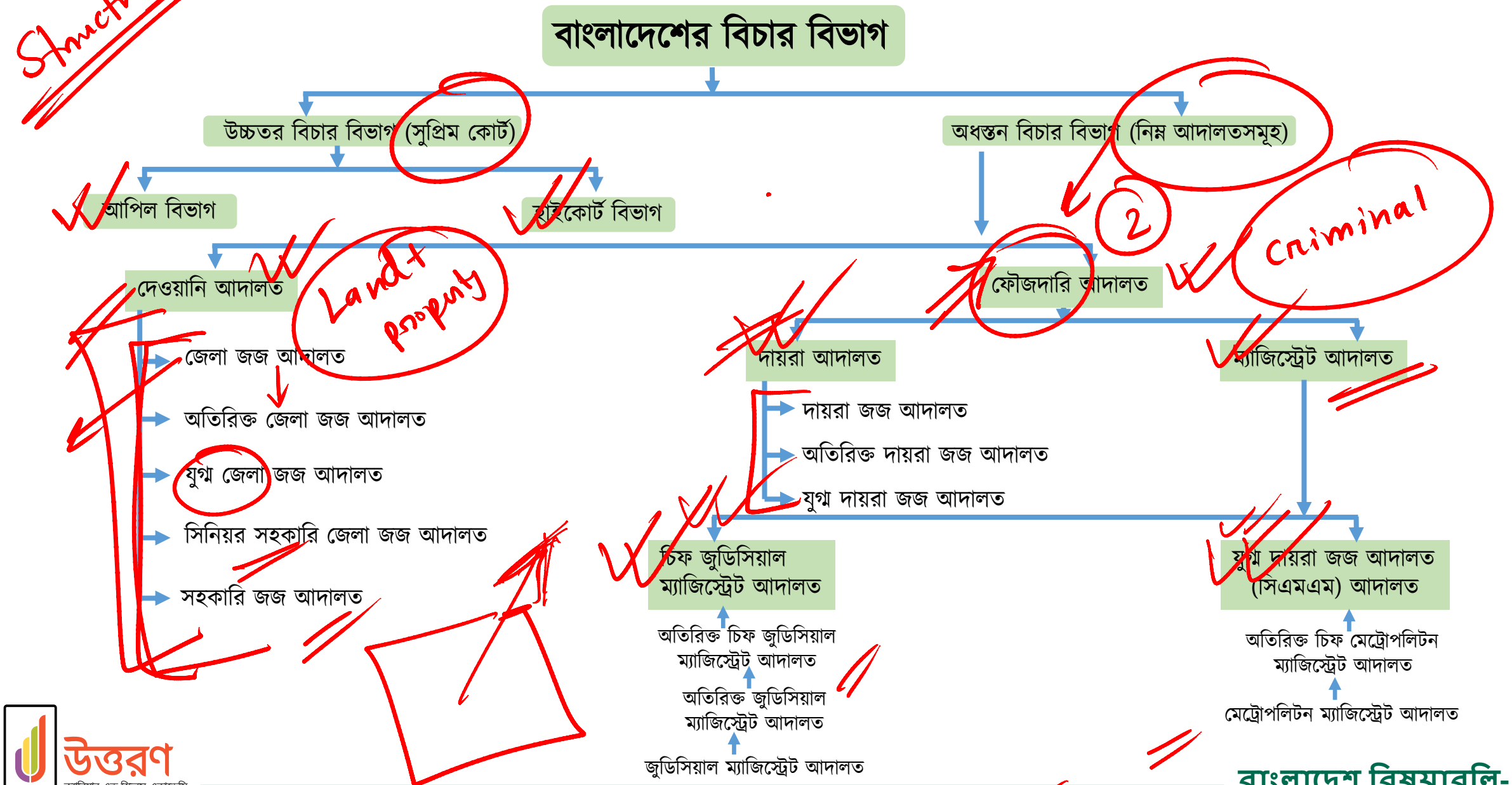
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ
উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট)
অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)
আপিল বিভাগ
হাইকোর্ট বিভাগ
দেওয়ানি আদালত
ফৌজদারি আদালত
জেলা জজ আদালত
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
যুগ্ম জেলা জজ আদালত
সিনিয়র সহকারি জেলা জজ আদালত
সহকারি জজ আদালত
দায়রা আদালত
দায়রা জজ আদালত
অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত
যুগ্ম দায়রা জজ আদালত
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
অতিরিক্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
যুগ্ম দায়রা জজ আদালত (সিএমএম) আদালত
অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বিচার বিভাগ দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারপতিদের সমন্বয়ে সংগঠিত। রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে বিচার-ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে বিচার বিভাগ বিচার করে থাকেন। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত- উচ্চতর ও অধস্তন আদালত নিয়ে।

সুপ্রিম কোর্ট

→ highest court → 2 → Appeal Division, High Court

94

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদের জন্য যোগ্যতা

→ Supreme court - 10 years → Advocate

→ 10 year →

বিচার বিভাগ

বিচারক নিয়োগ: সংবিধানের ৯৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।"

সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।

বিচারক পদের মেয়াদ : সংবিধানের ৯৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন বিচারক ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংবিধান প্রণয়নকালে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা ছিল ৬২ বছর। ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা করা হয়- ৬৫ বছর।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল: বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।"

বিচার বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ : নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে। ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫ সালে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ব্যাপারে মামলা হয়। মামলাটি করেন তৎকালীন সাব জজ মাসদার হোসেন। মামলাটির নাম ছিলো 'মাসদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ'। মামলার বিচারক ছিলেন বিচারপতি মোস্তফা কামাল। মামলার রায় প্রদান করা হয় ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে। ০১ নভেম্বর, ২০০৭ স্বাধীন বিচার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

POLL QUESTION-04

➲ বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর লক্ষ্য কি?

(a) সরকারের গোপন বিষয়াদি জানা

(b) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

(c) প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

(d) সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আয় ও সম্পদের পরিমান জানা

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসন।

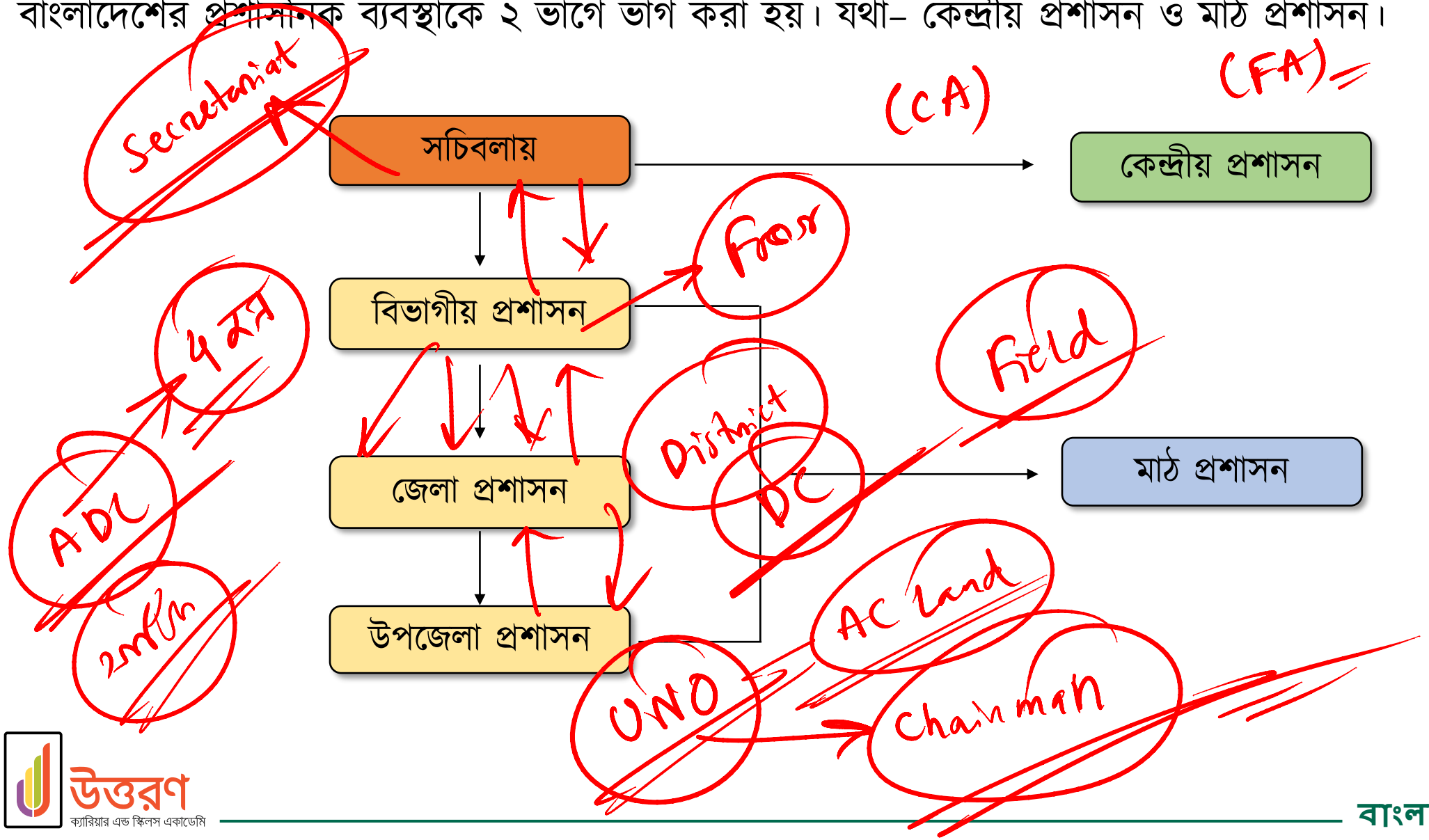

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

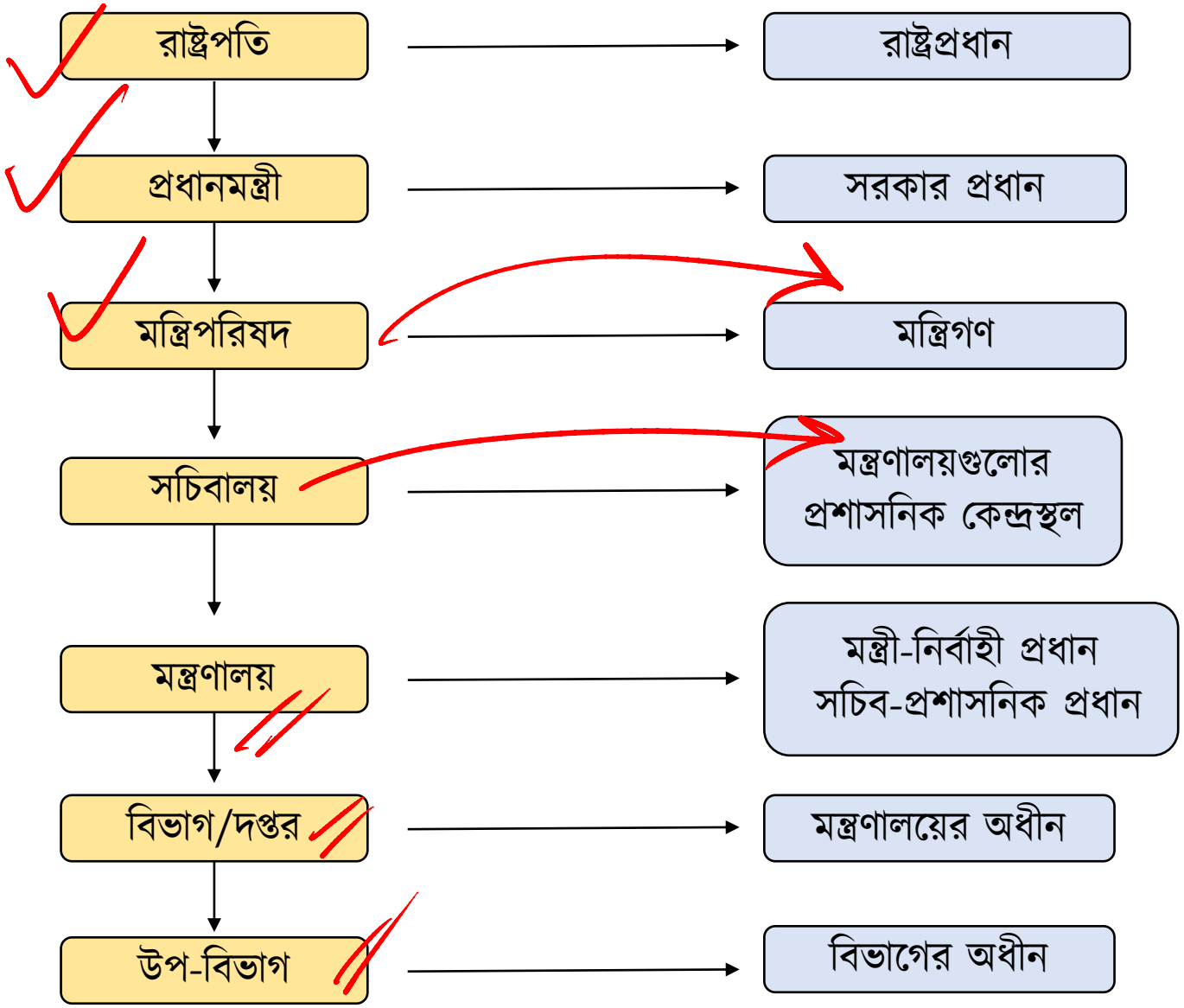

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন

কেন্দ্রীয় প্রশাসন (Central Administration) চারটি শাখা: সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন:

সচিবালয়: সচিবালয় হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। সচিবালয় গঠিত হয় কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে। সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সচিবালয় এর সংখ্যা হচ্ছে ৪টি-

- ❑ বাংলাদেশ সচিবালয় (প্রধান সচিবালয়)।
- ❑ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
- ❑ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
- ❑ কর্ম কমিশন সচিবালয়।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদসোপান:

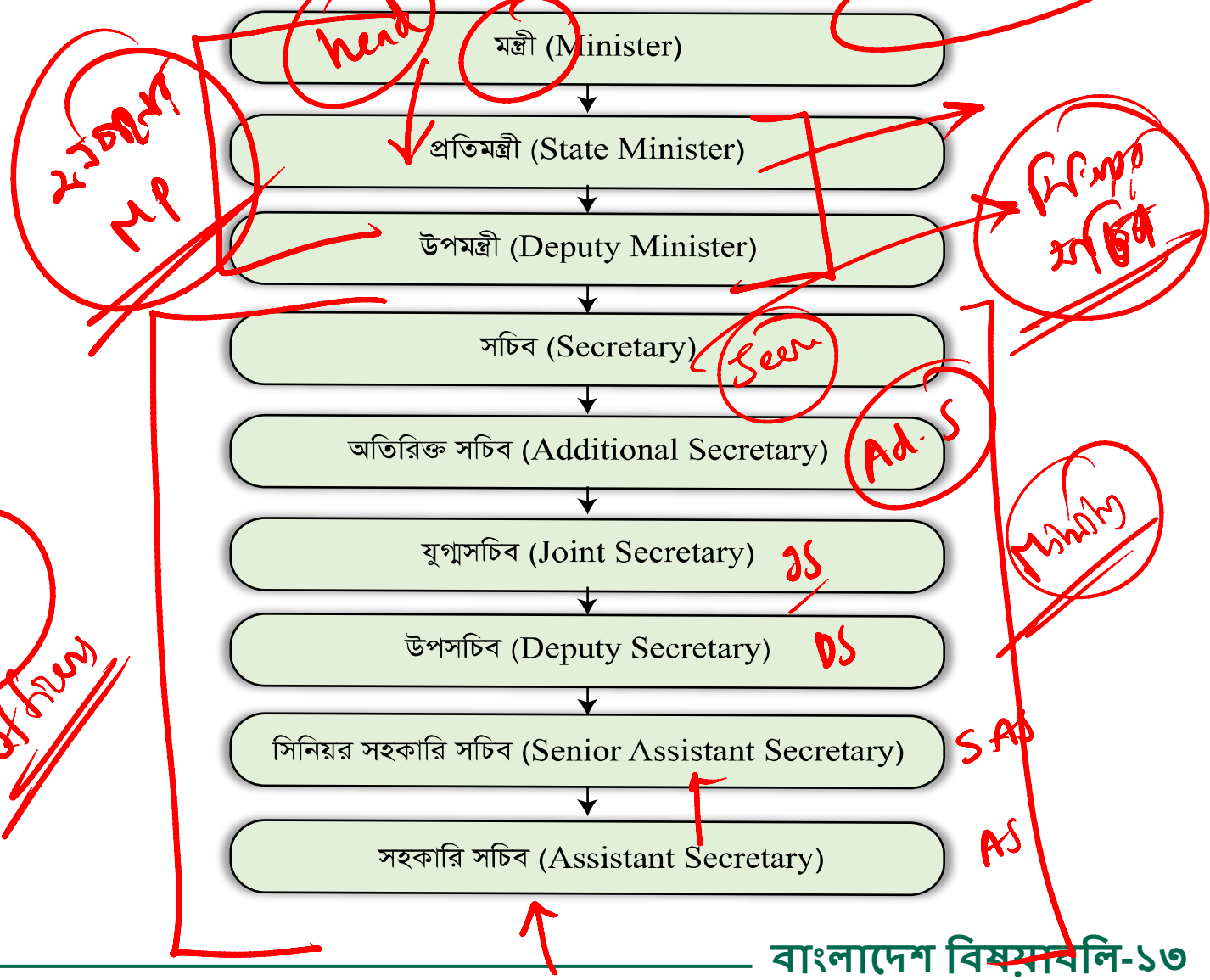

মাঠ প্রশাসন বা স্থানীয় প্রশাসন

মাঠ প্রশাসন

সচিবালায়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মাঠ প্রশাসন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর মাঠ প্রশাসন বা স্থানীয় প্রশাসনে রয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভাগীয় প্রশাসন এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসন।

স্তর ভিত্তিক প্রসাশনিক প্রধানের পদ সমূহ: তিনটি প্রশাসনিক স্তরে মাঠ প্রশাসন বিভক্ত।

স্তরের নাম	প্রশাসনিক প্রধান
বিভাগ	বিভাগীয় কমিশনার
জেলা	ডেপুটি কমিশনার (ডিসি বা জেলা প্রশাসক)
উপজেলা	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO)

মাঠ প্রশাসনের প্রথম ও সর্বোচ্চ ধাপ হলো বিভাগীয় প্রশাসন। বিভাগীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব)। জেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধান জেলা প্রশাসক বা ডিসি (ডেপুটি কমিশনার/উপসচিব)। তৃতীয় ধাপ বা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধান উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা 'ইউএনও' (সিনিয়র সহকারী সচিব)।

মাঠ প্রশাসন বা স্থানীয় প্রশাসন

মাঠ প্রশাসনের পদসোপান:

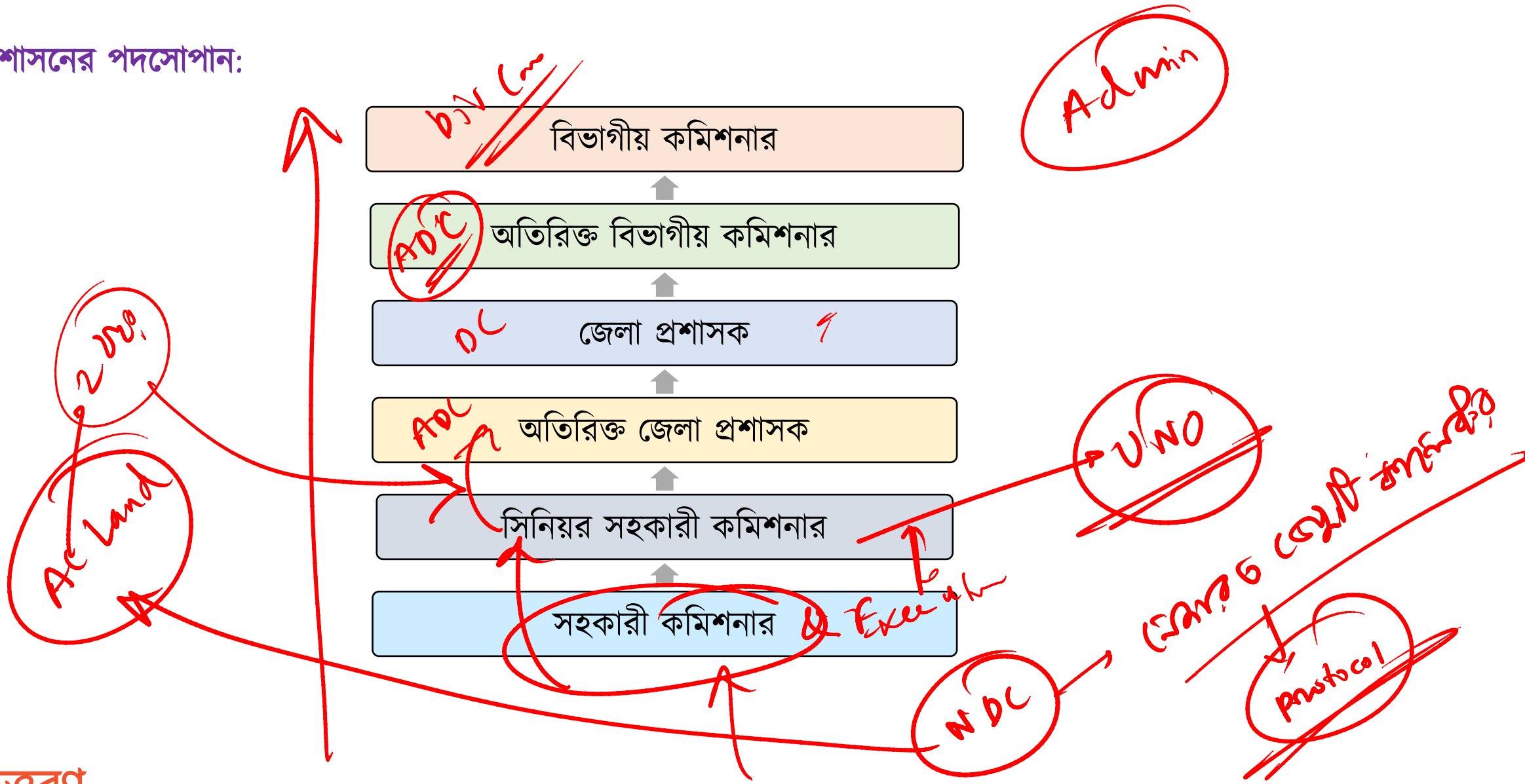

মাঠ প্রশাসন বা স্থানীয় প্রশাসন

স্থানীয় সরকারের মোট স্তর ৫টি

গ্রাম্য স্তর - ৩টি	শহরের স্তর - ২টি
১. জেলা পরিষদ (মেয়াদ ৫ বছর, প্রধান চেয়ারম্যান)	১. সিটি কর্পোরেশন
২ উপজেলা পরিষদ (মেয়াদ ৫ বছর, প্রধান চেয়ারম্যান)	২. পৌরসভা
৩. ইউনিয়ন পরিষদ (মেয়াদ ৫ বছর, প্রধান চেয়ারম্যান)	

POLL QUESTION-05

➲ অধস্তন দেওয়ানি আদালত কতটি ভাগে বিভক্ত?

(a) ২

(b) ৩

(c) ৪

(d) ৫

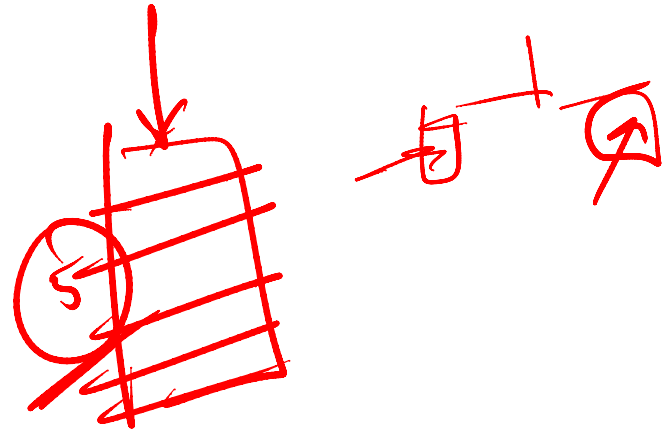

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) আইন মন্ত্রণালয়ের (খ) রাষ্ট্রপতির (গ) স্পিকারের (ঘ) জাতীয় সংসদের

➢ মাত্র ১টি সংসদীয় আসন– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) লক্ষ্মীপুর জেলায় (খ) মেহেরপুর জেলায় (গ) ঝালকাঠী জেলায় (ঘ) রাঙ্গামাটি জেলায়

➢ জাতীয় সংসদে 'কাউন্টিং' ভোট কি? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) সংসদ নেতার ভোট (খ) হুইপের ভোট

(গ) স্পিকারের ভোট (ঘ) রাষ্ট্রপতির ভোট

➢ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষবিশিষ্ট? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) এক কক্ষ (খ) দুই বা দ্বিকক্ষ (গ) তিন কক্ষ (ঘ) বহুকক্ষ বিশিষ্ট

➢ বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন? [২৫তম বিসিএস]

(ক) বেগম খালেদা (খ) শেখ হাসিনা (গ) জমির উদ্দিন সরকার (ঘ) আব্দুল হামিদ

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার ন্যূনতম বয়স কত? [৩৯তম, ১৮তম বিসিএস]

(ক) ৩৫ বছর (খ) ২৫ বছর (গ) ২০ বছর (ঘ) ৩০ বছর

➢ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার ন্যূনতম বয়স– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ৩০ বছর (খ) ৩৫ বছর (গ) ৪০ বছর (ঘ) ৪৫ বছর

➢ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? [২৪তম বিসিএস বাতিল]

(ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি (গ) স্পিকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

➢ কোনটি স্থানীয় সরকার নয়? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) পৌরসভা (খ) পল্লি বিদ্যুৎ (গ) সিটি কর্পোরেশন (ঘ) উপজেলা পরিষদ

➢ NILG এর পূর্ণরূপ– [৩৭তম বিসিএস]

(ক) National Information Legal Guide (খ) National Institute of Local Government

(গ) National Identity Licence Guide (ঘ) National Industrial League Group

➢ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদ কোনটি? [২৯তম, ২৮তম বিসিএস]

(ক) সেন্টমার্টিন (খ) সাতগ্রাম (গ) মুজিবনগর (ঘ) চৌদ্দগ্রাম

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [২৯তম বিসিএস]

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

- কতজন ব্যক্তি নিয়ে গ্রাম সরকার গঠিত? [২৬তম বিসিএস]

(ক) ৯ জন (খ) ১১ জন (গ) ১৩ জন (ঘ) ১৫ জন

- বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে? [২৫ তম, ১৮তম বিসিএস]

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

- সদ্য ঘোষিত তিতাস উপজেলা কোন জেলায় অবস্থিত? [২৫তম বিসিএস]

(ক) নোয়াখালী (খ) কুমিল্লা (গ) রংপুর (ঘ) সিলেট

- বাংলাদেশের জেলা সংখ্যা কত? [২০তম বিসিএস]

(ক) ৩৬ টি (খ) ৫৪ টি (গ) ৬৪ টি (ঘ) ৪৪ টি

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ ঢাকা পৌরসভা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [১৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯০৬ সালে (খ) ১৮৬৪ সালে

(গ) ১৯১৯ সালে (ঘ) ১৯৪০ সালে

➢ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি কখন পাস হয়েছিল? [১৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯২ সালে (খ) ১৯৯৩ সালে (গ) ১৯৯১ সালে (ঘ) ১৯৯০ সালে

➢ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ কবে পৃথক করা হয়? [৩০তম বিসিএস]

(ক) ৩১-১০-০৭ (খ) ১-১১-০৭ (গ) ৩-১১-০৭ (ঘ) ১-১০-০৭

➢ আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় কোন সালের কত তারিখে? [২৪তম বিসিএস]

(ক) ১৭ এপ্রিল, ২০০২ (খ) ৯ এপ্রিল, ২০০২ (গ) ১৮ মার্চ, ২০০২ (ঘ) ৩ এপ্রিল, ২০০২

Best of Luck

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়